অষ্টমত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞানচর্চায় নারীবাদের পক্ষ থেকে নানান ধরনের প্রশ্ন উঠে আসছে। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে ব্যক্তি-মানুষ ও গোষ্ঠী-মানুষ এখন স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে সে তার নিজস্ব বক্তব্য, নিজস্ব প্রতিক্রিয়া জানানোর অধিকারী। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে নারীবাদী চিন্তাভাবনা অনেকাংশেই প্রগতিপন্থী। শুধুমাত্র পুরুষ-বিরোধিতা নারী আন্দোলনের একমাত্র বিষয় নয়। বরং সাম্প্রতিককালের নারীবাদ সামগ্রিকভাবে মানবকল্যাণ ও প্রগতিশীল সভ্যতার পক্ষে কথা বলে। তাই নারীবাদ তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রশ্ন তোলে সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখা কার নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে, কার বা কাদের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ হচ্ছে এবং জ্ঞানচর্চার অভিমুখ যদি সত্য সন্ধান হয় তবে সেই সত্যকে কেন খণ্ডিত সত্য হতে হবে।

এইভাবে নারীবাদী প্রেক্ষিতটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এক নতুন ধারণা তুলে ধরে শাস্ত্রটির প্রচলিত লিঙ্গ-আধারটির প্রকৃত লিঙ্গ নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। এটা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামো ও ধারণাসমূহ এবং সামাজিক গবেষণার কৌশলসমূহে লিঙ্গ স্তরবিন্যাসের উচ্চে অবস্থিত একটির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ ও সামরিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে রয়েছে পুরুষ কেন্দ্রীক গঠন বিন্যাস। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা সম্ভবত নারীবাদের নিজস্ব অবদান। বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, অসম বিশ্বশৃঙ্খলা, গণতন্ত্রীকরণ, উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপরীতে নতুন বিকল্পের অনুসন্ধানে নারীবাদ তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সমৃদ্ধ করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থত, যুদ্ধ ও শান্তির প্রসঙ্গ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি নিজস্ব ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটিতে নারীবাদীদের তরফে লিঙ্গ সচেতন গবেষণা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে শান্তি, যুদ্ধ এবং হিংসার প্রতিটি ক্ষেত্রেই লিঙ্গ বিভেদের পটভূমিতে ভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়েছে। কোনও কোনও তাত্ত্বিক অভিমত প্রকাশ করেন যে, নারীর শারীরবৃত্তি এবং মা হিসেবে কিংবা পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিতকারী হিসেবে তার যে বিশেষীকৃত ভূমিকা সামাজিকভাবে নির্ধারিত হয়ে আছে তার সাথে হিংসার ধারণা বিপরীতধর্মী। তাই তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিবাদ নিরসনের পদ্ধতিতে হিংসাকে মেনে নিতে পারে না এবং অস্থির, সামরিক পথে শান্তি আনার প্রশ্নে বিরোধিতা করে। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে নারী রাজনৈতিক সমাধানে আগ্রহী হয়।

পঞ্চমত, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে লিঙ্গের ভূমিকা রয়েছে বলে নারীবাদীগণ মনে করেন। সভ্য মানব সমাজের আধিপত্যকারী লিঙ্গ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের প্রচলিত চিন্তাভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বলে মনে করেন নারীবাদীগণ। আধিপত্যকারী লিঙ্গ ন্যূনতম কয়েকটি ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর করতে সক্ষম হয়। প্রসঙ্গত বর্তমানে নারী বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হলেও সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর বিশেষ ভূমিকা নেই।

ষষ্ঠত, আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বেশ কিছু গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, পরিবেশের সংকটে সর্বাধিক বিপন্ন নারী। কেননা পরিবেশের উপর পুরুষের তুলনায় নারী অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর নারীদের জীবনযাত্রা বেশি প্রভাবিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প কিংবা অন্য যে কোনও প্রাকৃতিক সংকটে পুরুষের তুলনায় উন্নয়নশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে পুরুষের তুলনায় নারীর বিপন্নতাই বেশি। পুরুষের আধিপত্য করার মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ কেবলমাত্র নারীর উপর কার্যকরী নয়, প্রকৃতির উপর যথেষ্ট ক্রিয়াশীল এবং প্রকৃতির প্রতিশোধে নারী যেহেতু সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত তাই স্থিতিশীল উন্নয়নসহ যাবতীয় পরিবেশগত বিতর্কে নারীর বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা জরুরি।

সপ্তমত, ঘরোয়া রাজনীতি থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বতন্ত্রতা পুরুষের আধিপত্যাধীন বাহ্যিক ক্ষেত্রের সঙ্গে ঘরোয়া ক্ষেত্রের পার্থক্যকে তুলে ধরে। প্রসঙ্গত ঘরোয়া ক্ষেত্রটিতে নারী ঐতিহাসিকভাবে স্থাপিত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন তত্ত্বে এই ঘরোয়া ক্ষেত্রটিকে অবহেলা করা হয়েছে। নারীবাদীরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে 'লিঙ্গায়ত রাষ্ট্র' নামক একটি নতুন ক্ষেত্র উপস্থাপিত করেছে। তাঁরা দাবি করেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় নারীর পর্যালোচনা সম্ভব নয়, কেননা সেখানকার যাবতীয় পরিকাঠামো লিঙ্গায়ত, সমাজের আধিপত্যকারী লিঙ্গের প্রভাবাধীন।

১৯৮০-এর দশকের শেষ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক শাস্ত্রের আলোচনায় সমালোচনামূলক তত্ত্বের পার্শ্বশাখা হিসেবে নারীবাদী চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ পরিলক্ষিত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলির প্রেক্ষাপট এক রকমের নয়, ভিন্ন ভিন্ন। এর বিভিন্ন প্রেক্ষিত রয়েছে। এগুলি হল—

প্রথমত, নারীবাদীগণ প্রচলিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তিমূলে আঘাত করে, লিঙ্গ পরিপ্রেক্ষিত থেকে শাস্ত্রটির বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন। অ্যান টিকনার মরগেনথাউ-এর বাস্তববাদী তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেছেন, মরগেনথাউ-এর ক্ষমতার ধারণা মূলত পুরুষের চরিত্র এবং মননের উপলব্ধিজাত। রাষ্ট্র চরিত্রকে পৌরুষের সমার্থক হিসাবে কল্পনা করে মরগেনথাউ একপেশে তত্ত্ব হাজির করেছেন। ক্ষমতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আধিপত্যকারী বিভিন্ন ধারণা যেমন যৌক্তিকতা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই ধারণাগুলিও টিকনারের মতে লিঙ্গ-পক্ষপাতযুক্ত এবং পুরুষালী রাষ্ট্রের গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই নারীবাদী গবেষকগণ বিগত দশকে বিশ্বরাজনীতি বিশ্লেষণের এক নতুন ধারা তুলে ধরেছেন ; যাকে তাঁরা নারীবাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করতে আগ্রহী।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে লিঙ্গ মূল্যভিত্তিক গবেষণা নানান আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে "উন্নয়নে নারী" শীর্ষক গবেষণা একথা প্রমাণে সচেষ্ট যে, কোনো জনসম্প্রদায়ের সামাজিক পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যে কৃষি প্রযুক্তি, গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধি প্রকল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার থাকা উচিত এবং ক্ষেত্রগুলিতে নারীদের জন্য উপযুক্ত পরিসর থাকা জরুরি।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের জগৎ নারীবর্জিত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারী এবং অভিজ্ঞতার কিছু বহিঃপ্রকাশের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভারতের শ্রীমতি গান্ধী, ব্রিটেনের মারগারেট থ্যাচার, পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টোর নাম উল্লেখ করা যায়। উচ্চতম পদে রাষ্ট্রনেতার দায়িত্ব থেকে শুরু করে বিদেশ মন্ত্রকের পরিচালন ভার, দেশের প্রতিরক্ষার কাজে গুরুভার বহন, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেশের নারীগণ এবং নারী নির্বিশেষে সকলের প্রতিনিধিত্ব, মহাকাশ গবেষণা ও মহাকাশ অভিযান, সর্বত্রই আজ নারীরা সামনের সারিতে এগিয়ে এসেছে। গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণে এতদিন পর্যন্ত অনুসৃত সাবেকি ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে যদি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কূটনীতি, রণনীতি এবং বিশেষ করে আন্তঃসমাজ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার প্রয়াস যদি পুনর্বিবেচিত হয়, তাহলে দেখা যাবে অনেক জটিলতা সরল হয়ে আসছে ; অনেক কঠিন বাধা লঙ্ঘনে ভিন্নধর্মী কৌশল-প্রয়োগ সম্ভব হতে পারছে। এর কারণ, প্রকৃতিগতভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি সহনশীল ; নারীর স্বভাবে আক্রমণাত্মক প্রবণতার চেয়ে মানিয়ে চলার প্রবণতা অগ্রাধিকার পায়। তবে এ বিষয়ে যে ধরনের গবেষণা জরুরি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সে উদ্যোগ অতি সামান্য।

অথবা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করো।

উত্তর। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় নারীবাদী প্রেক্ষিত এক অতি সাম্প্রতিককালের সংযোজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণ, কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশ্বজনীন সম্প্রসারণ, জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় সুরক্ষার ধারণার কৌশলগত বিতর্ক এবং সামরিক প্রতিপক্ষ ও পারমাণবিক অস্ত্রের ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে নিবৃত্তির প্রসঙ্গ বেশিমাত্রায় প্রাধান্য লাভ করেছে ; তুলনায় 'ব্যক্তি মানুষের' প্রসঙ্গটি অবহেলিত থেকেছে। যদিও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় রাষ্ট্রের কর্মসম্প্রদানকারী রূপে ব্যক্তি-মানুষের ভূমিকা কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছে এবং অবশ্যই এই 'ব্যক্তি মানুষ' 'পুরুষ' হিসাবে চিহ্নিত। তবে সচেতনভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ করা হয়নি। আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রগুলি ক্রিয়া-কলাপ আলোচনার প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় "সম্পর্ক" কথাটি চিহ্নিত হয়েছে। এইভাবে কিছুটা নারীবর্জিত পথে, কিছুটা পৌরুষত্বের প্রকাশ রূপে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নামক শাস্ত্রটি অগ্রসর হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্র নামক যে বিমূর্তনের আশ্রয় নিয়েছিল তা প্রতিযোগিতা, যৌক্তিকতা এবং ক্ষমতা সম্প্রসারণের ধারণাকে পৌরুষের প্রতীক রূপে বিবেচনা করে। তবে একথা বলার অর্থ এই নয় যে নারী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চার জগৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিল। সিনথিয়া এনলো বলেছেন "নারী চিরকালই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অভ্যন্তরে থেকেছে, যদি আমরা বিষয়টিকে সেভাবে উপলব্ধি করতে আগ্রহী থাকি।"

তত্ত্বগতভাবে নারীবাদের মূল অভিমুখ হল লিঙ্গ-বৈষম্য সংক্রান্ত। 'নারীবাদ' কথাটি শুধুমাত্র নারী-জাতির বঞ্চনা ও তাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা এবং নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অর্থ বহন করে না। যদিও প্রতিবাদী সামাজিক আন্দোলন হিসাবে নারীবাদের মধ্যে এই দাবীগুলি উচ্চারিত হয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে দেশ ও সমাজের প্রগতির সঙ্গে এত নারীবাদী আন্দোলন জড়িত এবং সেইভাবেই তার গতিপ্রকৃতি স্থির হয়। আবার উন্নত দেশে নারীগণ তাদের সমস্যাবলীকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন, অনুন্নত দেশের নারীগণ তাদের সমস্যাবলীকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন এটা বাস্তবসম্মত নয়।

FEMINISM IN INTERNATIONAL RELATIONS

International Relations (IR), being a discipline studying the politics among nations within a changing pattern of power relations among them, has been the last of the body of knowledge to be influenced by the feminist perspective. Women have always remained 'hidden' in International Relations, which has been predominantly treated as a masculine discipline. In international politics, men are always in the forefront and women as heads of states or diplomats are hard to find. If one looks at international summits like the G-8 or the UN conferences or conferences and summits of several regional organizations like the European Union or SAARC, the number of men is always greater than the number of women. So, where do we find women in international relations? For long, women have been located as wives of diplomats, wives of politicians or as 'comfort women' for military personnel. But women have always been the victim of decisions taken by men in international politics regarding war and peace. During war or ethnic clashes or separatist movements, they are the worst victims and in the aftermath too, especially if they are forced to leave their country as refugees, their conditions become deplorable. In peace time, women become victims of trafficking, trading in women workers or easy recruits in sex tourist industry flourishing globally. Thus, it is not justified to keep women out of the purview of any sort of discussion in the discourse of International Relations. From the late 1980s and 1990s, attempts were made for re-evaluation of traditional IR theory from the feminist perspectives, which opened up a space for gendering International Relations.

Several conferences and published literature marked a new outlook for examining world events. Jean Bethke Elshtain's *Women and War* (1987), Cynthia Enloe's *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics* (1989), J. Ann Tickner's *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security* (1992), V. Spike Peterson and Anne Sisson Runyan's *Global Gender Issues* (1993), and Christine Sylvester's *Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era* (1994) made their mark in the early 1990s.

Several international conferences also paved the way for highlighting women's issues. The important among them were Mexico Women's Conference (1975), Copenhagen Women's Conference (1980), Nairobi Women's Conference (1985), Vienna Human Rights' Conference (1993), Beijing Women's Conference (1995), and the like. The year 1975 was declared as the International Women's Year and 1976–1985 was declared as the UN Decade for Women. These were milestones in bringing women issues to the forefront. The adoption of UN Convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (1979) and the UN General Assembly Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993) symbolized the victory of Women's political campaigns held globally. Three conferences also boosted the launch of feminist thought into the IR study. They were the *Millennium: Journal of International Studies* Conference at the

Criticism

Two of the most well-known scholars to raise criticism against feminist IR have been Robert Keohane and Francis Fukuyama. For Keohane, feminist IR needs to develop scientific, testifiable theories. Fukuyama questions the feminist IR scholars' view that if women ran the world, we would live in a much more peaceful world which, to him, is doubtful. In the face of such criticism, the feminist IR scholars need to develop a much more nuanced and sophisticated argument in order to meet the overwhelming challenge posed by Political Realists.

However, the impact of feminist engagement on politics and on public policies across the world cannot be denied. That several conventions recognize women's rights itself is a positive development. Untiring efforts of the feminist have raised consciousness about gender issues. Feminists and international lawyers have been successful in getting rape classified, for the first time, as a war crime, and categorized by the international tribunals on former Yugoslavia and Rwanda as a form of torture. Sexual discrimination and maltreatment has been accepted by some countries like Canada and Spain as grounds for political asylum. International non-governmental organizations and also aid agencies involved in providing assistance to the developing countries have specified in their development policy in general gender concerns as the centre of their donation policies. Even participation of women in political decision-making has been made possible through reservation of seats for women, as in India, in the case of local self-governmental institutions (a national bill is still pending). In practice, however, a lot has to be done to increase the level of gender sensitivity in IR.

London School of Economics (1988), the Conference at the University of Southern California (1989), and the Conference at Wellesley (1990).

In 1997, in a debate led by J. Ann Tickner in the International Studies Association's *International Studies Quarterly*, she suggested three types of misunderstandings that were to be blamed for the lack of insight of IR scholars regarding woman's issues. They are: (i) misunderstandings about the meanings of gender; (ii) different ontologies; and (iii) epistemological divides. Tickner in her *Hans Morgenthau's Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation* (1988) presented a reformulation of Morgenthau's six principles of Political Realism, which is the dominant perspective in International Relations and very much masculine in nature, focusing only on power politics.

Therefore, Tickner criticizes realism as only "a partial description of international politics," owing to its deeply embedded masculinist bias. Her main concern is to offer a *"feminist reformulation"* of certain realist principles. They were:

- Objectivity is culturally defined – and is associated with masculinity – so objectivity is always partial.
- National interest is multi-dimensional – so not one set of interests can (or should) define it.
- Power as domination and control privileges masculinity
- All political action has moral significance – cannot or should not separate them.
- Perhaps look for common moral elements.
- Feminists deny the autonomy of the political realm – building boundaries around a narrowly defined political realm defines political in a way that excluded the concerns and contributions of women.

However, contemporary world affairs have forced the feminist to face challenges and consequently respond to, analyze, and confront forces of globalization and fragmentation. Globalization with its market forces has severe impact on women. It affects and often devastates women's lives, family and livelihood, and drastically reduces political space for making claims against the state. Further, the political identity movements producing 'new wars,' mostly in non-western states, have women as victims in such movements. Therefore, these new developments need a feminist understanding of nationalism, militarization, war and peace, identity conflicts, religious fundamentalism, functioning of the global political economy and impact of forces of globalization. Unfortunately, despite sincere efforts of the feminists, IR still remains a male-dominated field. International Relations scholars have worked out their own exclusions and inclusions and it is very hard for them to think beyond the issues of power and national interest when it comes to the question of politics among nations.